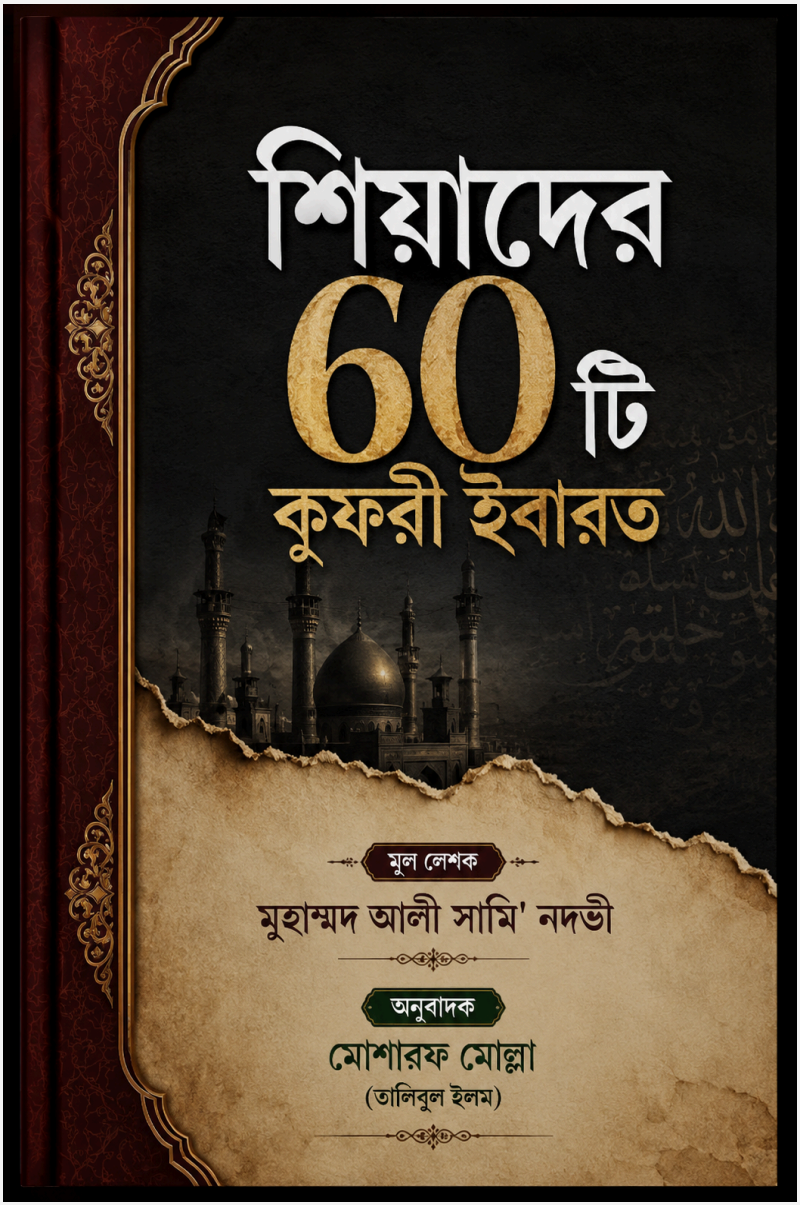
Tab 1


শিয়াদের
60 টি
কুফরী ইবারত
মুল লেশক
মুহাম্মদ আলী সামি' নদভী
অনুবাদক
মোশারফ মোল্লা
(তালিবুল ইলম)

শিয়াদের সম্পর্কে সালাফে সালেহীনদের দৃষ্টিভঙ্গি:

হযরত ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন: "আমার কাছে এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই যে, আমি জাহমি বা রাফেজিদের (শিয়া) পিছনে নামাজ পড়ি অথবা ইহুদি ও নাসারাদের পিছনে পড়ি।" (খালকু আফআলিল ইবাদ, পৃষ্ঠা: ৩৫)

হযরত ইমাম শাবী (রহ.) বলেন: "শিয়ারা একটি বিষয়ে ইহুদি ও নাসারাদের চেয়েও নিকৃষ্ট। কারণ ইহুদিদের যদি বলা হয় যে, তোমাদের জাতির শ্রেষ্ঠ মানুষ কারা? তারা অবশ্যই বলবে, মুসার সঙ্গীরা যারা তাঁকে দেখেছেন এবং তাঁকে সাহায্য করেছেন। আর যদি খ্রিস্টানদের বলা হয়, তোমাদের জাতির শ্রেষ্ঠ মানুষ কারা? তারা অবশ্যই বলবে, ঈসার হাওয়ারিগণ (সঙ্গীরা)। আর যদি শিয়াদের বলা হয় যে, তোমাদের জাতির সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ কারা? তারা অবশ্যই বলবে: মুহাম্মদ (সা.)-এর সাহাবী এবং তাঁর

স্ত্রীগণ।" (অর্থাৎ, শিয়ারা এ ব্যাপারে ইহুদি-নাসারাদের চেয়েও নিকৃষ্ট)।

ভূমিকা:

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على خاتم النبين و على آله و اصحابه اتم التسليم اما بعد

অর্থাৎ, সকল প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য এবং দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বশেষ নবীর ওপর এবং তাঁর পরিবার ও সাহাবীগণের ওপর, পরিপূর্ণ শান্তি। অতঃপর...

মহান আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তায়ালা তাঁর পবিত্র কিতাবে বলেছেন:

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَآدُّوْنَ مَنْ حَآدَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَوْ كَانُوْٓا اٰبَآءَهُمْ اَوْ اَبْنَآءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيْرَتَهُمْ ؕ اُولٰٓئِكَ كَتَبَ فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَانَ وَاَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ

অর্থাৎ, "আল্লাহ ও পরকালের প্রতি যারা ঈমান আনে, আপনি তাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতাকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন না, যদিও তারা তাদের পিতা বা পুত্র বা ভাই বা জ্ঞাতি-গোত্রের কেউ হয়। এদেরই অন্তরে আল্লাহ ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে রূহ (সাহায্য) দ্বারা তাদের শক্তিশালী করেছেন।" (সূরা আল-মুজাদালাহ: ২২)

হে ভাইয়েরা:

বর্তমান যুগের একটি বড় ট্র্যাজেডি হলো যে, কিছু মানুষ শিয়া 'ইসনা আশারিয়া'দেরকেও মুসলিম উম্মাহর অন্তর্ভুক্ত মনে করে। অথচ তারা হানিফী মিল্লাত(মিল্লাতে ইসলাম) থেকে অনেক দূরে এবং হানাফী

মিল্লাতও তাদের থেকে অনেক অনেক দূরে। দারুল হিজরার ইমাম হযরত ইমাম মালিক (রহ.) থেকে শুরু করে শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী (রহ.) পর্যন্ত সকল শীর্ষস্থানীয় আলেম শিয়াদের কুফরের ওপর মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন। শাহ ওয়ালীউল্লাহ (রহ.) তাঁর কিতাব (ফয়ুজুল হারামাইন)-এ লিখেছেন যে: "শিয়ারা খতমে নবুওয়াতের অস্বীকারকারী।" একইভাবে মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহ.) তাঁর কিতাব (রদ্দে রাওয়াফেয)-এ, শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) তাঁর কিতাব (আস-সারিমুল মাসলুল আলা শাতিমির রাসূল)-এ এবং শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী (রহ.) তাঁর কিতাব (গুনিয়াতুত ত্বলিবীন)-এ শিয়াদের কুফরের ঘোষণা দিয়েছেন। আর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহ.) তো এ পর্যন্ত বলেছেন যে: "শিয়া এমন কাফের, যার তওবাও গ্রহণযোগ্য নয়।"

আর এই বুজুর্গ আলেমগণ একেবারে সত্য এবং সঠিক কথাই বলেছেন। কারণ শিয়াদের না আল্লাহর সাথে কোনো মিল আছে, না তাঁর কিতাবের সাথে, না তাঁর রাসূল (সা.)-এর সাথে, না রাসূলের সাহাবীদের সাথে, আর না আহলে বাইতের সাথে—যাদের মিথ্যা ভালোবাসার আড়ালে তারা পুরো মুসলিম উম্মাহকে ধোঁকা দিচ্ছে। কিন্তু এই বাস্তবতাগুলো থাকা সত্ত্বেও, তাদের উচ্ছিষ্টে পালিত একটি মুনাফিক গোষ্ঠী—মওদুদী গোষ্ঠী—শিয়াদের ইসলামের ঢোল পেটাচ্ছে এবং তাদেরকে ইসলামী দলগুলোর মধ্যে একটি দল হিসেবে বিশ্বাস করানোর চেষ্টা করছে, যা সম্পূর্ণ একটি প্রতারণা।

সুতরাং এই পরিস্থিতির আলোকে শিয়াদের এই কুফরিগুলো সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য তাদের মূল কিতাব থেকে বের করে জনসমক্ষে আনা হচ্ছে।

যাতে বিশ্ব মুসলিম এই কুফরিগুলো পড়তে পারে যা শিয়াদের কিতাবগুলোতে বিদ্যমান এবং নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিতে পারে যে, শিয়ারা কি মুসলিম নাকি কাফের..? যাতে তারা ঐ মুনাফিকদের ধোঁকায় না পড়ে, যারা তাদের ইসলামের দাবি করে এবং প্রতারণামূলকভাবে তাদেরকে মুসলমানদের একটি দল হিসেবে বিশ্বাস করানোর চেষ্টা করে। আল্লাহ তায়ালা পুরো মুসলিম উম্মাহকে সাবায়ী ফিতনা থেকে রক্ষা করুন এবং তাদের দালালি করা সকল মুনাফিকদের লাঞ্ছিত করুন। আমীন।

মুহাম্মদ আলী সামীউ নদভী
তারিখ: ২৩ নভেম্বর, ২০২১

আল্লাহর অবমাননা:

(১) খামেনি তার বই (কাশফুল আসরার)-এর ১০৭ পৃষ্ঠায় লিখেছে যে:
"আমি এমন রবকে মানি না, যে উসমান এবং মুয়াবিয়ার মতো খারাপ চরিত্রের লোকদেরকে খলিফা বানিয়ে দিয়েছে।"

আর ঠিক এই কথাই মালাউন জামিল আলী লেবানি তার কলঙ্কিত বই (খিয়ানাতু আয়েশা বাইনাল ইস্তিহালাতি ওয়াল ওয়াকি)-তে লিখেছে। এবং ম্যালাউন নিয়ামাতুল্লাহ জাযায়েরি তার বই (আল-আনওয়ারুন নুমানিয়া)-এর ২য় খণ্ডের ২৭৮ পৃষ্ঠায় এই কুফরি কথার পুনরাবৃত্তি করেছে। তার বইয়ের মূল আরবি ইবারতটি লক্ষ্য করুন:

انالا نجتمع معهم (اى اهل السنة على اله ولا على نبى ولا على امام وذلك انهم يقولون: ان ربهم هو الذي كان محمد نبيه و خليفته من بعده ابو بكر و نحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي بل نقول ان رب الذي خليفة نبيه ابو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي نبينا - معاذ الله -

অর্থাৎ, আমরা আহলে সুন্নাতের সাথে এক রবের ওপর একমত হতে পারি না, না এক নবীর ওপর এবং না এক ইমামের ওপর। কারণ আহলে সুন্নাত বলে যে, তাদের রব তিনিই, যার নবী মুহাম্মদ এবং তাঁর পর তাঁর খলিফা আবু বকর। আর আমরা শিয়ারা এমন রবকে মানি না এবং এমন নবীকেও না। বরং

আমরা বলি যে, নিঃসন্দেহে ঐ রব যার নবীর খলিফা আবু বকর, তিনি আমাদের রব নন এবং ঐ নবীও আমাদের নবী নন। (নাউযুবিল্লাহ)।

একটু ভেবে দেখুন..
খামেনিকে মুজাদ্দিদ মান্যকারী এবং তার বিপ্লবকে 'ইসলামী বিপ্লব' বলা গোষ্ঠী—মওদুদী গোষ্ঠীর লজ্জা হওয়া উচিত এবং ইরানের খুমুসের লোভে আল্লাহর বান্দাদের পথভ্রষ্ট করার এই ব্যবসা বন্ধ করা উচিত। কিন্তু কী আর বলা যায়:

"غیرت زدہ تو ڈوب گیا ایک بوند میں
بے غیرتوں کو کوئی سمندر نہیں ملا"

(লজ্জাশীল তো এক ফোঁটা পানিতেই ডুবে মরে, আর নির্লজ্জদের জন্য কোনো সাগরও জোটে না)।

কুরআন তাহরিফ(বিকৃতি)

পবিত্র কুরআন, যার ওপর মুসলমানদের আকিদা (বিশ্বাস) হলো যে, এতে কোনো সন্দেহ নেই, এতে কোনো তাহরীফ (বিকৃতি) নেই। কুরআনের একটি শব্দ অস্বীকার করাও কুফরি। মুসলমানদের বিশ্বাস হলো এতে কোনো শব্দ বেশিও নেই, কমও নেই। কিন্তু শিয়ারা কুরআনে কেবল কমতির বিশ্বাসীই নয়, বরং তাদের আকিদা হলো বর্তমান কুরআন থেকে অনেক শব্দ বের করে দেওয়া হয়েছে।

সুতরাং শিয়া আলেম তুসী বর্ণনা করেছে যে কুরআনের আয়াত:

(২) ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهيم و آل عمران على العالمين অর্থাৎ, "নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত জগতের মানুষের মধ্য থেকে আদম (আ.), নূহ (আ.), ইব্রাহিম (আ.)-এর পরিবার এবং ইমরান-এর পরিবারকে মনোনীত করেছেন।" (সূরা আলে ইমরান: ৩৩)

এই আয়াত থেকে (آل محمد - আলে মুহাম্মদ) শব্দটি বের করে দেওয়া হয়েছে। এর মানে দাঁড়ায়, বর্তমান কুরআনে 'আলে মুহাম্মদ' শব্দটি নেই। (অনুবাদ: হায়াতুল কুলুব, ৩য় খণ্ড, ২য় অধ্যায়, পৃষ্ঠা: ১২৩)

(৩) কুরআনের সঠিক আয়াত হলো:

اِنَّ عَلَيْنَا للهدى

অর্থাৎ, "নিশ্চয়ই পথপ্রদর্শন আমারই দায়িত্ব।" (সূরা লাইল: ১২)

কিন্তু তুসীর বর্ণনা অনুযায়ী এই আয়াতটি এমন ছিল:

وَاِنَّ عَلِيًّا للهدى

অর্থাৎ, "আর আলী হেদায়েতের ওপর রয়েছে।" অর্থাৎ তুসীর বর্ণনা অনুযায়ী এটা 'আলাইনা' নয় বরং 'আলিয়্যা' শব্দ। (নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক)। (হায়াতুল কুলুব: ২, ১২৩)

(৪) কুরআনের সঠিক আয়াত হলো:

فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا

অর্থাৎ, "অতঃপর তারা পথ পেতে সক্ষম হবে না।" (আল-ইসরা: ৪৮, আল-ফুরকান: ৯)

কিন্তু তুসীর বর্ণনা অনুযায়ী এই আয়াতটি এমন ছিল:

فلا يستطيعون ولاية على سبيلاً

অর্থাৎ, শিয়া আকিদা অনুযায়ী কুরআন থেকে (ولاية على - বেলায়াতে আলী) শব্দগুলো বের করে দেওয়া হয়েছে। (নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক)। (হায়াতুল কুলুব: ২, ১২৩)

(৫) কুরআনের সঠিক আয়াত হলো:

إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا

অর্থাৎ, "যখন জালিমরা বলে, তোমরা তো কেবল একজন জাদুগ্রস্ত ব্যক্তির অনুসরণ করছ।" (আল-ইসরা: ৪৭)

কিন্তু তুসীর বর্ণনা অনুযায়ী এই আয়াতটি এমন ছিল:

إذ يقول الظالمون (آل محمد) حقهم

অর্থাৎ, "যখন জালিমরা আলে মুহাম্মদের অধিকার সম্পর্কে বলে..."।

(৬) কুরআনের সঠিক আয়াত হলো:

يا ليتنى لم اتخذ فلانا خليلا

অর্থাৎ, "হায় দুর্ভাগ্য আমার! আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম।" (সূরা ফুরকান: ২৮)

কিন্তু মালাউন তুসীর বর্ণনা অনুযায়ী এই আয়াতটি এমন ছিল:

يا ليتني لم اتخذ (الثاني) خليلا

অর্থাৎ, "হায়! আমি যদি দ্বিতীয় ব্যক্তিকে (অর্থাৎ উমর ফারুককে) বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম।" (নাউযুবিল্লাহ)। (হায়াতুল কুলুব ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৫৪)
অর্থাৎ শিয়া আকিদা অনুযায়ী এই আয়াতে 'ফুলানান' (অমুককে) শব্দটিকে পরিবর্তন করে 'আস-সানী' (দ্বিতীয় ব্যক্তি) করা হয়েছে।

(৭) কুরআনের সঠিক আয়াত হলো:

فأبى أكثر الناس إلا كفورا

অর্থাৎ, "তথাপি অধিকাংশ লোক অকৃতজ্ঞতা ছাড়া কিছু মানলো না।" (সূরা ফুরকান: ৫০)

কিন্তু মালাউন তুসীর বর্ণনা অনুযায়ী এই আয়াতটি এমন ছিল:

فأبى أكثر الناس (بولاية على حقا) إلا كفورا

অর্থাৎ, (بولاية على حقا - আলীর বেলায়াত সত্য হওয়ার ব্যাপারে) শব্দগুলো সুন্নীরা কুরআন থেকে বের করে দিয়েছে। (হায়াতুল কুলুব ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৩৪)

(৮) কুরআনের সঠিক আয়াত হলো:

قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر

অর্থাৎ, "আর হে নবী (সা.) আপনি বলে দিন, সত্য (কুরআন) তোমাদের রবের পক্ষ থেকে, যার ইচ্ছা সে ঈমান আনুক আর যার ইচ্ছা সে কুফরি করুক।" (সূরা কাহাফ: ২৯)

কিন্তু মালউন অভিশপ্ত তুসীর বর্ণনা অনুযায়ী এই আয়াতটি এমন ছিল:

قل الحق من ربكم (في ولاية على) فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر

অর্থাৎ, "আলীর বেলায়েতের ব্যাপারে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে সত্য এসেছে, সুতরাং যার ইচ্ছা সে ঈমান আনুক..."। (হায়াতুল কুলুব ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৩৪)

(৯) কুরআনের সঠিক আয়াত হলো:

هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون

অর্থাৎ, "তিনিই তাঁর রাসূলকে হেদায়েত ও সত্য দ্বীনসহ পাঠিয়েছেন, যাতে একে সকল দ্বীনের ওপর বিজয়ী করতে পারেন, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।" (সূরা তাওবা: ৩৩)

কিন্তু মালাউন তুসীর বর্ণনা অনুযায়ী এই আয়াতটি এমন ছিল:

ولو كره الكافرون بولاية على

অর্থাৎ, "যদিও আলীর বেলায়াত অস্বীকারকারী কাফেররা তা অপছন্দ করে।" এই ইবারতটি কুলাইনি-এর। (হায়াতুল কুলুব ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৯৩)

(১০) কুরআনের সঠিক আয়াত হলো:

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ

অর্থাৎ, "আর এভাবেই আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী (ন্যায়পরায়ণ) উম্মত বানিয়েছি, যাতে তোমরা মানুষের ওপর সাক্ষী হতে পারো।" (সূরা বাকারা: ১৪৩)

কিন্তু তুসীর বর্ণনা অনুযায়ী এই আয়াতটি এমন ছিল:

وكذلك جعلناكم (أئمة وسطا عدلا) تكونوا شهداء على الناس

অর্থাৎ, "আর এভাবেই আমি তোমাদেরকে ন্যায়পরায়ণ 'ইমাম' (উম্মত নয়) বানিয়েছি, যাতে তোমরা মানুষের ওপর সাক্ষী হতে পারো।" (নাউযুবিল্লাহ)। (অনুবাদ: হায়াতুল কুলুব: ৩, ২৩৪)

(১১) কুরআনের সঠিক আয়াত হলো:

إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا

অর্থাৎ, "নিশ্চয়ই আমি জালিমদের জন্য আগুন প্রস্তুত রেখেছি, যার বেষ্টনী তাদেরকে পরিবেষ্টন করে থাকবে।" (সূরা কাহাফ: ২৯)

কিন্তু অভিশপ্ত তুসীর বর্ণনা অনুযায়ী এই আয়াতটি এমন ছিল:
انا اعتدنا للظالمين (آل محمد) ناراً احاط بهم سرادقها
অর্থাৎ, "নিশ্চয়ই আমি (আলে মুহাম্মদের প্রতি) জুলুমকারীদের জন্য আগুন প্রস্তুত রেখেছি, যার বেষ্টনী তাদেরকে পরিবেষ্টন করে থাকবে।"

(১২) কুরআনের সঠিক সূরা হলো:
وَالْعَصْرِ - إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ - إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ
অর্থাৎ, "সময়ের শপথ, নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। তবে তারা ছাড়া যারা ঈমান এনেছে, সৎকাজ করেছে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দিয়েছে ও পরস্পরকে ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে।" (সূরা আল-আসর)

কিন্তু মালাউন/অভিশপ্ত তুসীর বর্ণনা অনুযায়ী এই সূরাটি এমন ছিল:
ان الانسان لفى خسر، انه فيه من الدهر الا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وأتمروا بالتقوى وأتمروا بالصبر
অর্থাৎ, "নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত, যুগের শেষ পর্যন্ত সে এতেই থাকবে, তবে তারা ছাড়া যারা ঈমান এনেছে, সৎকাজ করেছে এবং পরস্পরকে তাকওয়ার উপদেশ দিয়েছে ও পরস্পরকে ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে।" (হায়াতুল কুলুব: ৩, ৩৭৮)
শিয়াদের মতে পবিত্র কুরআনের পুরো সূরা আল-আসর পরিবর্তন করে দেওয়া হয়েছে। নাউযুবিল্লাহ।

(১৩) কুরআনের সঠিক আয়াত হলো:
فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بما كانوا يفسقون
অর্থাৎ, "অতঃপর যারা জুলুম করেছিল, তারা তাদেরকে যে কথা বলা হয়েছিল তা পরিবর্তন করে অন্য কথা বলল। তাই আমি ঐ

জুলুমকারীদের ওপর আকাশ থেকে শাস্তি অবতীর্ণ করলাম, যেহেতু তারা অবাধ্যতা করছিল।" (সূরা বাকারা: ৫৯)

কিন্তু শিয়াদের মতে এই আয়াতটি এমন ছিল:
فبدل الذين ظلموا (آل محمد حقهم) قولاً غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا (آل محمد حقهم) رجزا من السماء
অর্থাৎ, "অতঃপর যারা (আলে মুহাম্মদের অধিকারের ব্যাপারে) জুলুম করেছিল, তারা তাদেরকে যে কথা বলা হয়েছিল তা পরিবর্তন করে অন্য কথা বলল। তাই আমি ঐ (আলে মুহাম্মদের অধিকারের ব্যাপারে) জুলুমকারীদের ওপর আকাশ থেকে শাস্তি অবতীর্ণ করলাম..."
অর্থাৎ এই আয়াতে দুই জায়গায় (آل محمد حقهم - আলে মুহাম্মদের অধিকার) শব্দগুলো বের করে দেওয়া হয়েছে। (হায়াতুল কুলুব)

(১৪) কুরআনের সঠিক আয়াত হলো:
يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
অর্থাৎ, "হে মানুষ! নিশ্চয়ই তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে রাসূল সত্য নিয়ে এসেছেন, অতএব তোমরা ঈমান আনো, তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবে। আর যদি তোমরা কুফরি করো, তবে আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর।" (সূরা নিসা: ১৭০)

কিন্তু শিয়াদের মতে এই আয়াতটি এমন ছিল:
يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم (في ولاية على) فآمنوا خير الكم وإن تكفروا (بولاية على) فإن لله ما في السماوات والأرض
অর্থাৎ, "হে মানুষ! নিশ্চয়ই তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে রাসূল (আলীর বেলায়েতের ব্যাপারে) সত্য নিয়ে এসেছেন, অতএব তোমরা ঈমান আনো, তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবে। আর যদি তোমরা (আলীর বেলায়েত নিয়ে) কুফরি করো, তবে আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর।"

....(হায়াতুল কুলুবের অনুবাদ থেকে, পৃষ্ঠা: ৩৮৯)। অর্থাৎ শিয়াদের বিশ্বাস অনুযায়ী এখানে (في ولاية على - আলীর বেলায়েতের ব্যাপারে) এবং (بولاية على - আলীর বেলায়েত নিয়ে) শব্দগুলো বাদ দেওয়া হয়েছে।

(১৫) কুরআনের সঠিক আয়াত হলো:
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ
অর্থাৎ, "নিশ্চয়ই যারা কুফরি করেছে এবং জুলুম করেছে, আল্লাহ তাদেরকে কখনই ক্ষমা করবেন না।" (সূরা নিসা: ১৬৮)

শিয়াদের মতে এই আয়াতটি এমন ছিল:
ان الذين ظلموا آل محمد حقهم
অর্থাৎ, "নিশ্চয়ই যারা আলে মুহাম্মদের অধিকারের ওপর জুলুম করেছে..." (হায়াতুল কুলুব: ৩, ৩৮৯)। অর্থাৎ এই আয়াত থেকেও (آل محمد حقهم - আলে মুহাম্মদের অধিকার) শব্দগুলো বের করে দেওয়া হয়েছে।

(১৬) কুরআনের সঠিক আয়াত হলো:
كنتم خير امة اخرجت للناس
অর্থাৎ, "তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, যাদেরকে মানুষের (কল্যাণের) জন্য বের করা হয়েছে।" (সূরা আলে ইমরান: ১১০)

কিন্তু শিয়াদের মতে এই আয়াতটি এমন ছিল:
كنتم خير ائمة
অর্থাৎ, "তোমরাই হলে সর্বোত্তম ইমাম (উম্মত নয়)।" অর্থাৎ 'ইমাম' (ائمة) শব্দটিকে সুন্নীরা 'উম্মত' (امة) শব্দ দিয়ে পরিবর্তন করে দিয়েছে।

এই ষোলোটি মুবারক আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, শিয়া আকিদায় বর্তমান কুরআন মাজীদ অসম্পূর্ণ এবং বিকৃত।

কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী কুরআনের আয়াতে পরিবর্তনকারী হলো মুরতাদ। সুতরাং ওয়াসিম রিজভী অভিশপ্তসহ পুরো শিয়া জাতি কাফের মুরতাদ। এবং এই বিষয়গুলো জানার পরও যারা তাদেরকে মুসলমান বলে, তাদের বিধানও একই। এই সমস্ত আয়াত পরিবর্তনের প্রমাণ শিয়াদের উল্লিখিত কিতাবসমূহে বিদ্যমান রয়েছে, যার ইচ্ছা সে মূল কিতাবের দিকে রুজু (পড়তে) করতে পারে।

তাছাড়া শিয়াদের নির্ভরযোগ্য কিতাব "উসূলে কাফী"-তে লেখা আছে যে, আসল কুরআন যা ইমাম গায়েবের কাছে রয়েছে, তার আয়াত সংখ্যা হলো সতেরো হাজার এবং তার দৈর্ঘ্য সত্তর গজ। একইভাবে মকবুল দেহলভী তার কুরআনের অনুবাদে লিখেছে যে: বর্তমান কুরআন মদ্যপ খলিফাগণ (আবু বকর, উমর, উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুম) পরিবর্তন করে দিয়েছেন। (মকবুল দেহলভী কৃত সূরা ইউসুফের অনুবাদ)। মাআজাল্লাহ।

🏵️নবী করীম (সা.)-এর অবমাননা এবং তাঁর রেসালাতে শিরক

(১৭) মুসাবী তার কিতাব (কাশফুল আসরার)-এর ২৪ পৃষ্ঠায় লিখেছে যে:

ان النبى لا بدان يدخل فرجه النار لانه وطى بعض المشركات كعائشة وحفصة

অর্থাৎ, "নিশ্চয়ই নবীর যৌনাঙ্গ অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে, কারণ তিনি কিছু মুশরিক নারীর সাথে সহবাস করেছেন, যেমন

আয়েশা ও হাফসা।" লা'নাতুল্লাহি আলাল কাযিবীন (মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহর লানত)।

ইরানী বিপ্লবের প্রশংসাকারীদের এই নোংরা ইবারত পড়ার পরও যদি লজ্জা না হয় এবং এখনও তারা শিয়া-সুন্নী ঐক্যের স্লোগান দিতে থাকে, তবে এই জালিমদের ঠিকানা জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই নয়।

(১৮) 'খাসায়েল-ই-মুয়াবিয়া' নামক কিতাবের মূর্খ, অজ্ঞ, নির্লজ্জ লেখক সুনানে তিরমিযীর আবওয়াবুল হজ থেকে একটি রেওয়ায়েত নকল করেছে, যাতে হজ-ই-তামাত্তু সম্পর্কে লেখা আছে যে নবী (সা.) এবং তাঁর সাহাবীগণ হজ-ই-তামাত্তু করেছিলেন। কিতাবসমূহে হজ-ই-তামাত্তুর সংজ্ঞা বিদ্যমান রয়েছে যে, উমরাহ ও হজ একত্রে আদায় করাকে হজ-ই-তামাত্তু বলে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, শিয়া আলেম আরবি ইবারতকে পরিবর্তন করেছে এবং 'তামাত্তু' শব্দের অনুবাদ 'মুতা' (নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ভাড়া করা বিয়ে) করেছে এবং পরিষ্কারভাবে নিজের কিতাবের ৪৩১ পৃষ্ঠায় লিখে দিয়েছে যে, নবী (সা.) (নাউযুবিল্লাহ) মুতা করেছিলেন। (অথচ শিয়াদের মতে মুতা-র অর্থ হলো নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য কোনো নারীকে ভাড়ায় নিয়ে তার সাথে নিজের যৌন লালসা পূরণ করা)। নবী করীম (সা.)-এর পবিত্র শানে এ ধরনের নোংরা ও ধৃষ্টতাপূর্ণ কথা বলা ব্যক্তি কাফের, মুরতাদ এবং জাহান্নামের চিরস্থায়ী জ্বালানি।

তিরমিযীর হাদীসটি হলো এই:
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانُ
অর্থাৎ, "হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সা.), আবু বকর, উমর এবং উসমান (রা.) হজ-ই-তামাত্তু করেছিলেন।" (সুনানে তিরমিযী, বাব মা জাআ ফিত তামাত্তু)

উমরাহ ও হজ একই ইহরাম দিয়ে কোনো বিরতি ছাড়া একত্রিত করাকে হজ-ই-তামাত্তু বলে। কিন্তু শিয়া লেখক غلام حسین نجفی (গোলাম হোসেন নাজাফী) অনুবাদ করেছে (নাউযুবিল্লাহ) যে, নবী করীম (সা.) এবং আবু বকর সিদ্দিক, উমর ও উসমান (রা.) মুতা করেছিলেন। এটি শানে রেসালাতে ধৃষ্টতা ও গুস্তাখি নয় তো আর কী? এই কুফরিগুলো জানার পরও কি মওদুদী উম্মত শিয়া-সুন্নী ঐক্যের গান গাইবে? ইনসাফকে ডাকুন, ইনসাফ কোথায়...? এই বিবেক-বিক্রেতাদের ঈমানী দেউলিয়াত্বের ওপর এই কবিতাটি বলতে ইচ্ছে করে:

"نئے خداؤں سے مشروط دوستی کر لی
فقیہ شہر نے تجدید بندگی کر لی
وہ ایک شخص جسے ہم ضمیر کہتے تھے
سنا ہے اس نے کہیں خود کشی کر لی"

(নতুন খোদাদের সাথে শর্তসাপেক্ষ বন্ধুত্ব করে নিয়েছে, শহরের ফকীহ নতুন করে দাসত্ব কবুল করে নিয়েছে। যাকে আমরা 'বিবেক' বলতাম, শুনেছি সে কোথাও আত্মহত্যা করেছে।)

(১৯) রেসালাতে শিরক (شرک فی الرسالۃ):

শিয়াদের কিতাব "খুরশীদে খাভার"-এ লেখা আছে যে, শিয়া তো সেই ব্যক্তি যার নিকট আলী সমস্ত নবীগণ থেকে শ্রেষ্ঠ। যেহেতু নবী করীম (সা.) সমস্ত নবী থেকে শ্রেষ্ঠ, অতএব আলী তাঁর থেকেও শ্রেষ্ঠ। এটি রেসালাতে শিরক নয় তো আর কী..?

তাছাড়া হযরত আলী (রা.)-এর নবীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হওয়ার স্বপক্ষে দলিল দিতে গিয়ে লেখক লিখেছেন যে, কুফার প্রসিদ্ধ এক খতীব হযরত আলী (রা.)-কে প্রশ্ন করলেন:

اخبر نی انت افضل آم آدم؟

অর্থাৎ, "আমাকে বলুন, আপনি শ্রেষ্ঠ নাকি আদম (আ.)?"

তো হযরত আলী (রা.) জবাব দিলেন:

انا افضل من آدم انا افضل من ابراهيم انا افضل من موسى انا افضل من عيسى
অর্থাৎ, "আমি আদম থেকে শ্রেষ্ঠ, আমি ইব্রাহিম থেকে শ্রেষ্ঠ, আমি মুসা থেকে শ্রেষ্ঠ, আমি ঈসা থেকে শ্রেষ্ঠ।" (এটি কিতাব খুরশীদে খাভার: ২৯৪-২৯৫ পৃষ্ঠায় বিদ্যমান)।

অথচ একজন সাধারণ মানুষও জানে যে, সঠিক আকিদা অনুযায়ী কোনো উম্মত চাই সে যে কোনো পয়গম্বরেরই হোক না কেন, সে কখনই কোনো নবীর মর্তবা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না।

সাহাবীর মর্তবা ভিন্ন এবং নবীর মর্তবা ভিন্ন। হযরত আলী (রা.) সাহাবীদের মাঝে যত বড় মর্তবারই অধিকারী হোন না কেন, তিনি হযরত মুসা (আ.) ও হযরত ইব্রাহিম (আ.) বা অন্য কোনো নবীর চেয়ে মর্যাদায় কখনই বেশি হতে পারেন না। কিন্তু শিয়ারা সাহাবীকে নবুওয়াতের মর্যাদা দিয়ে রেসালাতে শিরক (شرک فی الرسالة) করেছে, যা শিয়াদের কুফরের সুস্পষ্ট প্রমাণ।

উল্লিখিত ইবারতে হযরত আলী (রা.)-এর ওপর অপবাদ দেওয়া এবং হযরত আলীর দিকে এই ইবারতকে সম্বন্ধযুক্ত করা এক জঘন্য অপরাধ যে তিনি নিজেকে উক্ত সমস্ত নবীগণ থেকে শ্রেষ্ঠ মনে করেছেন। এরপর এই কিতাবে আরও সামনে এগিয়ে লিখেছে যে, "আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী সমস্ত ফজিলত, কামালিয়াত ও গুণাবলীতে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শরীক বা অংশীদার ছিলেন।" নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক। (খুরশীদে খাভার: ২৮৫)

আর ঠিক এই কথাই খামেনি অভিশপ্তের কিতাব "আল-হুকুমাতুল ইসলামিয়া"-র উর্দু অনুবাদ "ইসলামী হুকুমত আওর বেলায়াতে ফকীহ"-এর ৪০ পৃষ্ঠায় লেখা রয়েছে যে: "সমস্ত নবীগণ সেই মর্তবা অর্জন করতে পারেননি যা আমাদের বারো ইমাম অর্জন করেছেন।" ইরানী বিপ্লবের প্রশংসাকারীরা এবং খামেনিকে মুজাদ্দিদ সম্বোধনকারীরা, এক আঁজলা পানিতে ডুবে মরো...!

একটু বিবেচনা করুন যে হযরত আলী (রা.)-কে নবী করীম (সা.) এবং অন্যান্য সমস্ত নবীদের গুণাবলীতে গুণান্বিত করা এবং তাঁদের সবার চেয়ে তাঁকে শ্রেষ্ঠ বলা রেসালাতে শিরক নয় তো আর কী..?

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওপর এক গুরুতর অপবাদ

"হায়াতুল কুলুব"-এর লেখক লিখেছেন যে: রাসূলুল্লাহ (সা.) একদিন কোনো কাজের জন্য (হযরত) যায়েদ বিন হারেসা (রা.)-এর ঘরে তাশরীফ নিয়ে গেলেন। যায়েদের স্ত্রী (হযরত) যয়নব (রা.) গোসল করছিলেন... আপনি যয়নবকে গোসলরত অবস্থায় অবলোকন করলেন। (নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক)। (অনুবাদ: হায়াতুল কুলুব: ২, ৮৯১)

এই ইবারতে হুজুর আকদাস (সা.)-এর ওপর অপবাদ আরোপ করা হয়েছে!!!

(২০) হযরত জাফর সাদিক থেকে বর্ণিত যে, একদিন আবু বকর ও উমর উম্মে সালামার কাছে আসলেন এবং বললেন যে, আপনি জনাব রাসূল খোদার পূর্বে অন্য পুরুষের স্ত্রী ছিলেন। বলুন তো, রাসূল খোদা সেই পুরুষের তুলনায় সহবাসের শক্তিতে কেমন? তো উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালামা জবাব দিলেন: তিনি অন্যান্য পুরুষদের মতোই। এর শেষে লেখা আছে যে, জিবরাইল বেহেশত থেকে একটি উপহার (হাদিয়া) নিয়ে আসলেন... এবং জনাব রাসূল খোদা, আলী, ফাতিমা, হাসান ও হুসাইন তা আহার করলেন। এর কারণে রাসূল খোদাকে চল্লিশজন পুরুষের সহবাসের শক্তি দান করা হলো। এরপর এমন অবস্থা হলো যে, হযরত যখনই চাইতেন এক রাতেই সমস্ত স্ত্রীদের সাথে সহবাস করতে পারতেন। (অনুবাদ: হায়াতুল কুলুব: ২, ৮৯৬)

উল্লিখিত ইবারতে সাহাবায়ে কেরাম, উম্মুল মুমিনীন এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যে চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, তা একজন ঈমানদারের...

....ঈমানের গাইরত কে নাড়া দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু ধন্য মওদুদী উম্মতের অনাড়ম্বর চেতনাকে, এতসব অপরাধের পরেও তাদের নিকট এই আব্দুল্লাহ বিন সাবার অপবিত্র সন্তান শিয়ারা মুসলমানই থেকে যায়!

নবীর সন্তান ও নবীর স্ত্রীদের অবমাননা

(২১) শিয়া রাফেজি গোলাম হোসেন নাজাফী মালাউন তার কলঙ্কিত রচনা "কওল-ই-মকবুল"-এর ৪৭৯ পৃষ্ঠায় লিখেছে যে, সাইয়েদাহ রুকাইয়া ও সাইয়েদাহ উম্মে কুলসুম —যারা একের পর এক হযরত উসমানের নিকাহে এসেছিলেন—তারা নবী (সা.)-এর কন্যা ছিলেন না। ঠিক যেভাবে জনাব আবু হুরায়রা-র পিতার ফয়সালা বা আব্দুল কাদির জিলানী-র পিতার ফয়সালা আজ পর্যন্ত হতে পারেনি, তেমনি উসমান গনী সাহেবের স্ত্রীদের পিতার ফয়সালাও আজ পর্যন্ত হতে পারেনি; তাদের পিতা নবী করীম (সা.) নিশ্চয়ই নন। (নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক)।

অথচ আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তায়ালা নবী করীম (সা.)-এর কন্যাদের কথা উল্লেখ করে ইরশাদ করেন:
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ

অর্থাৎ, "হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীদের, কন্যাদের এবং মুমিনদের নারীদের বলে দিন, তারা যেন তাদের চাদরের আঁচল নিজেদের ওপর টেনে দেয়।" (সূরা আহযাব: ৫৯)

(২২) নবীর স্ত্রীদের সম্পর্কে শিয়া ইসনা আশারিয়াদের আকিদা লক্ষ্য করুন:
ইবনে বাবুয়াহ ইমাম মুহাম্মদ বাকের থেকে বর্ণনা করেছে যে, যখন কায়েমে আলে মুহাম্মদ (ইমাম মাহদী) জাহির হবেন, তখন (নাউযুবিল্লাহ) আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)-কে জীবিত করবেন এবং তাঁর ওপর হদ্দ (শাস্তি) জারি করবেন। (হায়াতুল কুলুব: ২, ৯০১)

(২৩) নাজাফী ও মাজলিসি লিখেছে যে: হযরত জাফর সাদিক থেকে বর্ণিত যে, আয়েশা ও হাফসা (রা:) হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে বিষ খাইয়েছিলেন এবং সেই বিষেই হুজুর শহীদ হয়েছিলেন। (নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক)। (হায়াতুল কুলুব: ২, ১০২৬)
এটি কি হযরত আয়েশা সিদ্দিকা এবং হযরত হাফসা (রা.)-এর ওপর অপবাদ নয়? আর এমন অপবাদকারী জাতি থেকে কি ইসলাম মুক্ত নয়..?

(২৪) "কওল-ই-মকবুল"-এ লেখা আছে: উমরের কথানুযায়ী আয়েশা অত্যন্ত ধবধবে ফর্সা ছিলেন, আল্লাহ আয়েশার মধ্যে অনুপ্রবেশ (حلول - হুলুল) করেছিলেন, তাহলে জনাব আয়েশার সাথে হুজুর কীভাবে সহবাস করতেন? (কওল-ই-মকবুল: ৪৭৬)

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) সম্পর্কে মালাউন(অভিশপ্ত) নাজাফী যে নোংরা বাক্য রচনা করেছে, তা শুনে ঈমানদারদের প্রতিটি ব্যক্তি শিউরে উঠবে। কিন্তু ধন্য মওদুদী উম্মতের নির্লজ্জতা যে, এই কুফরিগুলো থাকার পরেও তারা ইরানের খুমুসের লোভে এই অভিশপ্ত সাবায়ী উম্মতের সাথে বন্ধুত্বের হাত মেলায়। অতএব মুসলমানদের উচিত ইরানের

খুমুসে লালিত এই ইখওয়ানী দালালদের থেকে বেঁচে থাকা, যাতে তারা আপনাদের দ্বীন ও ঈমান ধ্বংস করতে না পারে।

হযরত আলী এবং হযরত ফাতিমা (রা.)-এর অবমাননা

(২৫) বাকের মাজলিসি নিজের কিতাব "জালাউল উয়ুন"-এ সাইয়েদা ফাতিমা (রা.)-এর বাসর রাতের ব্যাপারে কুফরি বকতে গিয়ে লিখেছে যে: যখন রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত ফাতিমাকে হযরত আলী (রা.)-এর ঘরে বিদায় দিলেন, তখন তিনি (মাআজাল্লাহ) বললেন: "ফাতিমা! যতক্ষণ না আমি আসছি, আলীর সাথে কোনো কাজ করো না।" এবং এই কিতাবে মাজলিসি নোংরামি বকতে গিয়ে লিখেছে (মাআজাল্লাহ) যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) আসলেন এবং আলী ও ফাতিমার পা ধরে দুজনকে বিছানায় শুইয়ে দিলেন। নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক।

খুলাফায়ে রাশেদীনের ব্যাপারে শিয়া ইসনা আশারিয়াদের কুফরি আকিদা

(২৬) ইমাম বাকের থেকে বর্ণিত যে, যখন জনাব খোদার রাসূল (সা.) দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন, তখন চারজন ব্যক্তি—আম্মার বিন ইয়াসির, মিকদাদ, সালমান ফারসী এবং আবু যর—ব্যতীত সবাই মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল। (অনুবাদ: হায়াতুল কুলুব: ২, ৯২৩)
এই ইবারতে "সবাই" (سب) শব্দটি প্রমাণ করে দিয়েছে যে মাত্র চারজন ছাড়া বাকি সমস্ত সাহাবী মুরতাদ হয়ে গিয়েছিলেন, যার মধ্যে হযরত আলী, হযরত হাসান, হযরত হুসাইন এবং হযরত ফাতিমা (রা.)-ও শামিল ছিলেন। জানা গেল যে শিয়া কাফের ও রাফেজিদের নিকট এই হযরতগণও মুসলমান ছিলেন না। নাউযুবিল্লাহ।

(২৭) খুলাফায়ে রাশেদীনের মর্যাদার ওপর শিয়াদের আক্রমণ: শিয়া আলেম খয়রাত আহমাদ তার কিতাব "নূর-ই-ঈমান"-এ লিখেছে যে: "খলিফাগণ ভুলকারী এবং নিষ্পাপ (معصوم - মাসুম) ছিলেন না, তাদের ওপর শয়তান আধিপত্য বিস্তার করত।" (নূর-ই-ঈমান, লেখক খয়রাত আহমাদ: ৮৮)

(২৮) "হায়াতুল কুলুব" ২য় খণ্ডে মালাউন বাকের মাজলিসি লিখেছে যে, যদি সমস্ত সাহাবী আবু বকরের বায়াত করে নিত, তবে আল্লাহ তায়ালা জমিনবাসীর ওপর আজাব নাজিল করতেন এবং জমিনে কেউ জীবিত থাকত না। (নূর-ই-ঈমান: ৯২০)

(৩০) খয়রাত আহমাদ লিখেছে যে, কুরআনের আলোকে ফেরাউন এবং হামানের হৃদয় দ্বারা উদ্দেশ্য হলো দ্বিতীয় খলিফা উমর। অতএব যে ব্যক্তি কুরআনের আলোকে ফেরাউন, হামান ও কারুনের হৃদয় বলে প্রমাণিত হয়, তার প্রতি আমাদের অর্থাৎ শিয়াদের আন্তরিক ঘৃণা করা কোনোভাবেই কিয়াস বা যুক্তিবিরোধী নয়, বরং এটিই কিয়াসের দাবি। নাউযুবিল্লাহ। (নূর-ই-ঈমান: ২৯৫)

(৩১) মালাউন গোলাম হোসেন নাজাফী নিজের কিতাব "কওল-ই-মকবুল"-এ লিখেছে যে: সাইয়্যিদুনা উসমান যুন-নূরাইন তাঁর স্ত্রী রুকাইয়ার মৃত্যুর পর তাঁর মৃতদেহের সাথে সহবাস করেছিলেন। (নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক, লা'নাতুল্লাহি আলাইহি)। (কওল-ই-মকবুল: ৪২০)

(৩২) এই একই কিতাবে আহলে সুন্নাতের ওপর অপবাদ আরোপ করে লেখক লিখেছে:
"ঐ মসজিদের ইমামই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ, যার মাথা বড় এবং যৌনাঙ্গ ছোট। ছোট যৌনাঙ্গের শ্রেষ্ঠত্ব এজন্য যে, তা অধিক সময় সহবাস করার যোগ্য। আর জনাব উসমানের মধ্যে উক্ত গুণটি বিদ্যমান ছিল; আর একারণেই তিনি তাঁর মৃত স্ত্রীকেও ছাড়েননি, তাঁর মৃতদেহের সাথে সহবাস করেছেন।" (কওল-ই-মকবুল: ৪৩০)

(৩৩) এই একই কিতাব "কওল-ই-মকবুল"-এর ৪১৮ পৃষ্ঠায় লিখেছে যে, হযরত উসমান গণী (রা.) গোসল করা ব্যতিরেকেই জানাজার নামাজে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং জানাজার নামাজ পড়েছিলেন। (নাউযুবিল্লাহ)।
لعنة الله على الكاذبين
"মিথ্যাবাদীদের ওপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক।"

(৩৪) এই একই কিতাব "কওল-ই-মকবুল"-এর ৪৩৫ পৃষ্ঠায় লিখেছে যে: "উসমান নারীদের পাগলপ্রেমিক ছিলেন, আর

একারণেই রুকাইয়াকে পাওয়ার লোভে তিনি মুসলমান হয়েছিলেন।" (নাউজুবিল্লাহ মিন যালিক)

(৩৫) হযরত উসমান গণী এবং হযরত রুকাইয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর চরম অবমাননা করতে গিয়ে গোলাম হোসেন নাজাফী নিজের কিতাব "কওল-ই-মকবুল"-এর ৪২৫ পৃষ্ঠায় লিখেছে যে, যখন কোনো পুরুষের লিঙ্গ উত্তেজিত হয় তখন তার বুদ্ধির দুই-তৃতীয়াংশ বিলুপ্ত হয়ে যায়। সুতরাং জনাব উসমানেরও এই একই দশা হয়েছিল, কামভাবের প্রচণ্ড আধিক্য হয়েছিল এবং তিনি নিজের অসুস্থ স্ত্রী তথা রুকাইয়াকে অতিমাত্রায় সহবাসের মাধ্যমে হত্যা করেছিলেন। (নাউজুবিল্লাহ মিন যালিক)

এই কিতাবেই আরও লেখা আছে যে: উসমান গণী নারীদের পাগলপ্রেমিক ছিলেন। এই প্রেমের কারণেই তিনি মুসলমান হয়েছিলেন।

ঐক্যের নামে শিয়াদের মজলিশগুলোতে সমবেত হওয়া মৌলভী সাহেবরা মনে রাখবেন, কিয়ামতের দিন অতি সন্নিকটে! আমরাও দেখব যে আল্লাহর দরবারে আপনারা শিয়াদের এই কুফরি বিষয়গুলোর পক্ষে কীভাবে সাফাই পেশ করেন?

"কওল-ই-মকবুল"-এ নাজাফী লিখেছে যে:

(৩৬) ইমাম জাফর (সাদিক) ইমাম আবু হানিফার মায়ের সাথে মুতা (সাময়িক যৌন-চুক্তিভিত্তিক বিবাহ) করেছিলেন এবং আলী (রা.) উমরের বোন আজরা-র সাথে মুতা করেছিলেন। আর হুযুর (সা.) আবু বকর ও উমরের কন্যা আয়েশা ও হাফসাকে এ কারণেই বিয়ে করেছিলেন যাতে শায়খাইন (আবু বকর ও উমর) তাঁর ইসলামে কোনো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে না পারেন; কিন্তু আল্লাহর নবী (সা.)-ও নিজের উদ্দেশ্যে সফল হতে পারেননি, আর

আমাদের ইমাম জাফর সাদিকও নিজের উদ্দেশ্যে সফল হতে পারেননি। (কওল-ই-মকবুল: ৩৯৫)
(অর্থাৎ, নাজাফী অভিশপ্তের কথানুযায়ী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য বা ঈমানও আর নির্ভরযোগ্য থাকল না। নাউযুবিল্লাহ)।
لعنة الله عليه
অর্থাৎ, "তার ওপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক।"

(৩৭) গোলাম হোসেন নাজাফী "খাসায়েল-ই-মুয়াবিয়া" কিতাবে লিখেছে যে, হযরত মুয়াবিয়া হযরত আয়েশাকে হত্যা করেছিলেন। (খাসায়েল-ই-মুয়াবিয়া: ২৪৯)

(কওল-ই-মকবুল: ৩৯৫ পৃষ্ঠা) এই কিতাবে কাফের নাজাফী লিখেছে, হযরত উসমান গণীর স্ত্রী হযরত নায়েলা নাচ-গান (ড্যান্স) করেছিলেন। (খাসায়েল-ই-মুয়াবিয়া: ১৪৩)

এই একই কিতাবে নাজাফী লিখেছে: হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ একজন মুসলমানকে শহীদ করেছিলেন এবং প্রথম রাতেই তার রূপসী স্ত্রীর সাথে সারারাত ব্যভিচার করেছিলেন। (নাউযুবিল্লাহ)।

(৩৮) এই কিতাবের ৩৯১ পৃষ্ঠায় হযরত মুয়াবিয়া (রা.) সম্পর্কে লিখেছে: "ব্যভিচারী পিতার মাদকাসক্ত সন্তান খলিফা হতে পারে না।" (নাউযুবিল্লাহ)।

(৩৯) হিন্দা ছিলেন একজন সুপরিচিত ব্যভিচারিণী। হযরত (অর্থাৎ নবী কারীম সা. — সংকলক) এ কথা শুনে হাসলেন এবং তাকে চিনে নিয়ে বললেন: "তুমিই কি হিন্দা?" ওতবা-র মেয়ে হিন্দা বলল: "হ্যাঁ!" এরপর হযরত (সা.) বললেন: "ব্যভিচার করো না।" হিন্দা বলল: "কোনো স্বাধীন নারী কি কখনো ব্যভিচার করে?" এ শুনে উমর (রা.) হাসলেন, কারণ জাহেলিয়াতের যুগে

তিনি তার সাথে ব্যভিচার করেছিলেন। হিন্দা সুপরিচিত ব্যভিচারিণী ছিলেন এবং মুয়াবিয়া ব্যভিচারের ফলেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। (হায়াতুল কুলুব: ২, ৭০০)

(৪০) "খাসায়েল-ই-মুয়াবিয়া" কিতাবে গোলাম হোসেন নাজাফী লিখেছে যে: "আবু সুফিয়ান জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত যিন্দিক (নাস্তিক) ও মুনাফিক ছিল।" (খাসায়েল-ই-মুয়াবিয়া: ২৯)

(৪১) হযরত ইমাম জাফর সাদিক (রহ.)-এর ওপর শিয়া ইসনা আশারিয়াদের অপবাদ হলো যে, তিনি নামাজে খুলাফায়ে রাশেদীন ও উম্মাহাতুল মুমিনীনদের ওপর অভিশাপ (লানত) দিতেন। ফারসি মূল ইবারত এবং তার অনুবাদ লক্ষ্য করুন:

امام جعفر از جای نماز خود برمی خاستند تا چهار معلون و چهار معلونه را لعنت نمی کردند، پس باید از هر نماز بگوید اللهم العن ابابکر و عمر و عثمان و معاویه و عائشه و حفصه و هندوام الحکم (جلاء العیون، باقر مجلسی)

অনুবাদ: ইমাম জাফর সাদিক নিজের জায়নামাজ থেকে উঠতেন না যতক্ষণ না আবু বকর, উমর, উসমান, মুয়াবিয়া, আয়েশা, হাফসা, হিন্দা এবং উম্মে হাকামের ওপর লানত পাঠাতেন। (নাউযুবিল্লাহ)।

(৪২) বাকের মাজলিসির কিতাব "হাক্কুল ইয়াকীন"-এর রাজআত (পুনরাগমন) অধ্যায়ে লিখেছে যে: "ইমাম গায়েব এসে আবু বকর ও উমরকে তাঁদের কবর থেকে বের করবেন এবং তাঁদেরকে সাজা দেবেন।" (নাউযুবিল্লাহ)। (হাক্কুল ইয়াকীন: ৩৮৫)

এই ইবারতগুলো দ্বারা শিয়াদের কুফর দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সুতরাং মওদুদী উম্মত, আসরার উম্মত, মির্জা উম্মত (অর্থাৎ ইঞ্জিনিয়ার আলী মির্জা অনুসারী দল) এবং সালমান রুশদী সানী (সালমান নদভী) ও তাদের অনুসারীদের

চিন্তা করা উচিত যে, ইরানের খুমুসের (ধর্মীয় করের পঞ্চমাংশ) লোভে খামেনির বিপ্লবকে 'ইসলামী বিপ্লব' বলা এবং শিয়া-সুন্নী ঐক্যের স্লোগান দেওয়া কি আদৌ সঠিক হচ্ছে ?

(৪৩) অভিশপ্ত গোলাম হোসেন নাজাফী নিজের কিতাব "তুহফাতুল হানাফিয়্যাহ"-র ১৫০ পৃষ্ঠায় লিখেছে যে: "আবু বকর, উমর ও উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)-এর নাম যদি কোনো মানুষ নিজের যৌনাঙ্গে লিখে রাখে, তবে এর চেয়ে বড় সওয়াবের কাজ আর কিছুই হতে পারে না।" (নাউযুবিল্লাহ)।

(৪৪) মাজলিসি তার "হাক্কুল ইয়াকীন" কিতাবে লিখেছে যে: একদা শয়তান হযরত আলীকে বলেছিল, "আপনার ভুল ধারণা রয়েছে, আমার চেয়েও বড় দুজন বেঈমান রয়েছে।" হযরত আলী শয়তানকে জিজ্ঞেস করলেন, "সেই দুজন কে?" শয়তান বলল, "আবু বকর ও উমর।" (মাআজাল্লাহ)।

(৪৫) খামেনি নিজের কিতাব "কশফুল আসরার"-এ লিখেছে যে: "হযরত উমর কাফের ও যিন্দিক (ধর্মদ্রোহী) ছিলেন।"

(৪৬) গোলাম হোসেন নাজাফী নিজের কিতাব "জাগীর-ই-ফাদাক"-এর ৫০৯ পৃষ্ঠায় লিখেছে যে: "হযরত আবু বকর এবং মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।"

শিয়া ইসনা আশারিয়াদের কিতাবসমূহে সাহাবায়ে কেরামকে গালিগালাজ প্রদান:

(৪৭) বাকের মাজলিসি নিজের কিতাব "হাক্কুল ইয়াকীন"-এ লিখেছে যে:
كه مراد از فرعون و بامان ..... ابوبكر و عمر است
يعنى,
ফেরাউন ও হামান দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আবু বকর ও উমর। (হাক্কুল ইয়াকীন: ৩১৮)

(৪৮) আবু বকর খলিফা নন, বরং তিনি মুরতাদ, তিনি হত্যার যোগ্য। (নাউযুবিল্লাহ)। (হাক্কুল ইয়াকীন: ২২২)

(৪৯) এই "হাক্কুল ইয়াকীন" কিতাবের মূল ইবারত হলো:
كه مراد از شيطان عمر باشد
يعنى,
"শয়তান দ্বারা উদ্দেশ্য হলো উমর।" (হাক্কুল ইয়াকীন: ২২৯)

(৫০) মকবুল দেহলভী নিজের কুরআনের অনুবাদে লিখেছে যে: কুরআনের আয়াত: "وقال الشيطان" (আর শয়তান বলল...)-এ শয়তান দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ' উমর'।

(৫১) এই কিতাবেই লেখা আছে যে:
حضرت طلحه وزبير مرتد شوند
يعنى,
"হযরত তালহা ও হযরত যুবাইর মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে গিয়েছিলেন।" (হাক্কুল ইয়াকীন: ২৩১)

(৫২) খামেনি নিজের কিতাব "কশফুল আসরার"-এর প্রথম খণ্ডে লিখেছে যে: "মুয়াবিয়া জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই অর্জন করেনি।"

(৫৩) এই একই "হাক্কুল ইয়াকীন"-এ লেখা আছে যে: "উসমানের হত্যাকাণ্ড কুফরের ওপর সংঘটিত হয়েছিল।"

(৫৪) উসমানকে ইহুদিদের গোরস্তানে দাফন করা হয়েছিল। (হাক্কুল ইয়াকীন: ২৮০)

(৫৫) নাজাফী নিজের কিতাব "খাসায়েল-ই-মুয়াবিয়া"-তে লিখেছে যে: "হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ ব্যভিচার করেছিলেন।" (খাসায়েল-ই-মুয়াবিয়া: ২৭৫)

(৫৬) এই কিতাবে লেখা আছে যে: "হযরত উসমানের স্ত্রী নায়েলা রক্তাক্ত কামিজ পরিধান করে নাচ-গান (ড্যান্স) করেছিলেন।" (খাসায়েল-ই-মুয়াবিয়া: ১৪৩)

আমি এখানে এই মিথ্যাবাদী ও মালাউন দের সেই বদ দুয়া দিয়েই সামনে অগ্রসর হচ্ছি যা হযরত উসমান (রা.) তাঁর হত্যাকারীদের একজনকে দিয়েছিলেন: "যা, আল্লাহ তায়ালা তোর হাত-পা কেটে দিন এবং তোকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করুন!"

(৫৭) শিয়াদের কিতাব "খুরশীদে খাভার"-এ লেখা আছে যে: "আবু হুরায়রা প্রত্যাখ্যাত (মার্দুদ) হওয়া প্রমাণিত।" (খুরশীদে খাভার: ১৯৫)

(৫৮) এই কিতাবে লেখা আছে যে: "আবু হুরায়রা হুযুর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর মিথ্যা অপবাদ আরোপকারী।" (খুরশীদে খাভার, পৃষ্ঠা: ১৯৬)

উপরোক্ত ইবারতগুলো থেকে প্রমাণিত হলো যে শিয়ারা একটি অভিশপ্ত ও অপবিত্র বংশ (শাজারায়ে মালউনা খাবিসা)। তারা মুহাম্মদ (সা.)-এর পবিত্র সাহাবীদের ওপর অপবাদ ও গালমন্দ বর্ষণের কী ভয়ানক বাজার গরম করে রেখেছে! অথচ সাহাবায়ে কেরাম চারিত্রিক ও আদর্শিক এমন সুউচ্চ মর্যাদায় সমাসীন ছিলেন যে স্বয়ং আল্লাহর নিষ্পাপ ফেরেশতারাও তা দেখে ঈর্ষা করত।

🌺ওহী লেখক হযরত আমীর মুয়াবিয়া (রা.)-এর অবমাননা

(৫৯) শিয়াদের কিতাব "খুরশীদে খাভার"-এ লেখা আছে যে: "হিন্দা মুয়াবিয়াকে বহু পুরুষের সাথে দলবদ্ধ মিলনের (নিকাহ-ই-জামায়াত) মাধ্যমে জন্ম দিয়েছে।" (খুরশীদে খাভার, পৃষ্ঠা: ৩৯)

(৬০) "মুয়াবিয়া চল্লিশ বছর ধরে অত্যাচারী শাসন চালিয়েছিল।" (খুরশীদে খাভার: ৩৯)

(৬১) "যদি মুয়াবিয়া সিফফীনের যুদ্ধে নিহত হতো, তবে তার জানাজার নামাজ পড়া হারাম হতো।" (খুরশীদে খাভার: ৪৯)

নবীগণের (আ.) প্রকাশ্য অবমাননা

(৬২) শিয়া আলেমদের বিশ্বাস হলো যে, জনাব আলী এবং সকল ইমামগণ সমস্ত নবীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। (হায়াতুল কুলুব: ২, ৭৮৭)

একটু বিচার করে দেখুন, সমস্ত নবীগণ সমগ্র সৃষ্টির চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও মহীয়ান। আর তাঁদের মধ্যেও নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ও উন্নত মর্যাদার অধিকারী; কিন্তু মালাউন/অভিশপ্ত মাজলিসি নিজের এই রচনায় সমস্ত আম্বিয়া এবং খাতামুন নাবিয়্যীন (সা.)-এর ঘোর অবমাননা করেছে। এই ধরনের জঘন্য অবমাননাকারী কাফের ছাড়া আর কী হতে পারে?

শিয়াদের দুটি অদ্ভুত ও জঘন্য কুফরি আকিদা

এখন আমরা পরিশেষে শিয়াদের কুফরি বিশ্বাসগুলোর মধ্য থেকে দুটি আকিদা আলোচনা করব, যা থেকে সম্মানিত পাঠকেরা শিয়াদের কুফর সম্পর্কে খুব ভালোভাবে আন্দাজ করতে পারবেন:

(১) আকিদা-ই-বাদা (সিদ্ধান্ত পরিবর্তন):
শিয়াদের কিতাব "উসূলে কাফী"-র কিতাবুল ঈমান-এ লেখা আছে যে, আল্লাহরও 'বাদা' (ভুল বুঝতে পেরে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন) হয়ে থাকে। অর্থাৎ আল্লাহ কখনো কখনো নিজের নেওয়া পূর্ব সিদ্ধান্ত

থেকে সরে যান বা সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন। এই কিতাবের লেখক এর উদাহরণ দিয়ে লিখেছে যে: আল্লাহ তায়ালা প্রথমে ইমাম জাফর সাদিকের পুত্র ইসমাইলকে তাঁর উত্তরাধিকারী বানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, কিন্তু পরবর্তীতে আল্লাহ সিদ্ধান্ত বদল করে বললেন যে—না, মুসা কাজিমকে তাঁর উত্তরাধিকারী বানানো হোক; কারণ ইসমাইল তাঁর বাবার জীবদ্দশাতেই মারা গিয়েছিলেন! অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা জানতেন যে তাঁকে ইসমাইলকে মৃত্যু দিতে হবে, তা সত্ত্বেও তিনি প্রথমে ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং পরে তা পরিবর্তন করলেন। শিয়ারা একেই 'বাদা' আকিদা বলে। এবং এই একই "উসূলে কাফী"-তে লেখা আছে যে, এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবীকে ততক্ষণ পর্যন্ত নবুওয়াত দেওয়া হয়নি যতক্ষণ না আল্লাহ সম্পর্কে তাঁদের এই বিশ্বাস তৈরি হয়েছিল! (মাআজাল্লাহ)।

(২) আকিদা-ই-রাজআত ***(***মৃতদের পুনরুত্থান***):***
মোল্লা বাকের মাজলিসি তার "হাক্কুল ইয়াকীন" কিতাবের ২য় খণ্ডের ২৮৫ পৃষ্ঠায় রাজআতের ওপর একটি পূর্ণ অধ্যায় রচনা করেছে। শিয়াদের মতে রাজআত আকিদার অর্থ হলো—ইমাম যখনই যাকে চাইবেন, তাকে কবর থেকে বের করে জীবিত করতে পারবেন। এবং এই অভিশপ্ত কিতাবে লেখা আছে যে, যখন তাদের ইমাম মাহদী প্রকাশ পাবেন, তখন তিনি মদীনায় যাবেন এবং আবু বকর ও উমরকে তাঁদের কবর থেকে বের করে জীবিত করবেন। অতঃপর বলবেন: "হে আবু বকর ও উমর! দুনিয়াতে আজ পর্যন্ত যত ব্যভিচার সংঘটিত হয়েছে, তার সবকিছুর জন্য তোমরাই দায়ী! আজ পর্যন্ত দুনিয়াতে যত মদ পান করা হয়েছে, তার সব তোদের কারণেই হয়েছে! দুনিয়াতে আজ পর্যন্ত যত বদমাশি ও অপকর্ম হয়েছে, তার সব তোদের কারণেই হয়েছে! যদি তোরা দুজনে আলীকে তাঁর অধিকার দিয়ে দিতি, তবে দুনিয়াতে কখনও মদ পান করা হতো না এবং ব্যভিচারও ঘটত না।"

এরপর অভিশপ্ত মাজলিসি লিখেছে যে, আবু বকর ও উমর হাত জোড় করে তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন; কিন্তু সেই অভিশপ্ত ইমাম তাঁদের ক্ষমা করবেন না। এরপর তিনি আবু বকর ও উমরকে বিবস্ত্র করবেন এবং মদীনাহর চত্বরে ঝুলিয়ে রাখবেন এবং কিয়ামত আসা পর্যন্ত তাঁদের চাবুক পেটা করতে থাকবেন।

হে মুসলমানগণ! এবার বলুন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শ্বশুরদ্বয়, তাঁর চিরদিনের সফরসঙ্গী এবং মুসলমানদের মহান দুই খলিফা—যাঁরা আজও রওজা মোবারকে তাঁর পবিত্র দেহের পাশে শায়িত রয়েছেন—তাঁদের সম্পর্কে এই নোংরা ও জঘন্য ধৃষ্টতা প্রদর্শন করা হচ্ছে..! এরপরও কি কোনো মুসলমানকে এটা শোভা পায় যে সে শিয়াদের মুসলমান মনে করবে..? কিন্তু এত কিছুর পরও মওদুদী গোষ্ঠী পার্থিব স্বার্থ ও ভোগবিলাসের লোভে নিজেদের ঈমানী গাইরতকে দাফন করে রেখেছে এবং শিয়া-সুন্নী ঐক্যের বুলি আউড়ে সাধারণ মুসলমানদের বিভ্রান্ত করছে।

..

সমাপ্ত